স্প্যানিশ ও লাতিন আমেরিকান সায়েন্স ফিকশন

আগামীর দৃশ্যপট

একুশ শতকের কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের হিস্পানিক সুর

ভাষান্তর : ঋত্বিক

সম্পাদনা : কার্লোস সুচলওস্কি কন ও দীপ ঘোষ

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

অনুবাদকের কথা

প্রকাশকদের অনুরোধ মেনে এই বক্তব্য।

বহুদিন যাবৎ বিদেশি সাহিত্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়ে আসছে। সেই অর্থে আমি নতুন কিছু করেছি এমন দাবি করাটা একেবারেই মূর্খামির পরিচয় হবে। তবুও এই অনুবাদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় জড়িয়ে আছে। প্রথমত গল্পগুলি স্প্যানিশ ভাষায় লেখা। এর আগে আমি খোর্খে লুইস বোর্খেস (Jorge Luis Borges)-এর কিছু গল্প মূল স্প্যানিশ থেকে অনুবাদ করেছি এবং একাধিক প্রকাশনায় তারা জনসমক্ষে এসেছে; সাম্প্রতিকতমটি বিদুর প্রকাশনার 'অনুবাদে বোর্খেস' (২০২২)। প্রকাশকরা সম্ভবত এই কারণেই আমাকে বর্তমান সংকলনটি অনুবাদ করার অনুরোধ করেছিলেন। এই অনুরোধ পরোক্ষে আমার অনুবাদ ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানানো ভেবে সম্মতি জানাতে দেরি করিনি এবং মূল সংকলনটি হাতে না আসা পর্যন্ত একধরনের পুলক অনুভব করেছিলাম। মূল সংকলনটি হাতে আসার পর বুঝতে পারি কী ভয়ানক হঠকারী কাজ করে ফেলেছি। লেখাগুলিতে চোখ বুলিয়ে প্রথমে মনে হয়েছিল স্বীকৃতি নয়, প্রকাশক আমার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আমায় ফাঁদে ফেলেছেন। প্রাণপণ চেষ্টায় সেই পরীক্ষা যে আমি দিয়েছি তার প্রমাণ এই বইটি। অনুবাদের সময় একাধিক বিষয় আমায় বাড়তি পরিশ্রম করতে বাধ্য করেছে। প্রথমটি, স্প্যানিশ রচনায় দীর্ঘ বাক্যের আধিক্য। এমন বাক্যকে একাধিক বাক্যে পরিণত করলে বাঙালি পাঠকের সুবিধা হবে জেনেও আমি সেই পথ ধরিনি। কারণ আমার মনে হয় গল্পের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদকের উচিত মূল ভাষাটির প্রতি সম্মান রাখা। অবশ্যই যেসব ক্ষেত্রে এই অনমনীয়তা পাঠকের জন্য দুর্লঙ্ঘ্য অসুবিধা সৃষ্টি করবে তখন একাধিক বাক্যের উপস্থিতিই কাম্য। এই নীতি আঁকড়ে অনুবাদ করায় আমার যে অভিজ্ঞতা

হয়েছে সেটি বড়ো সুখকর নয়। 'নরওয়ের উপকথা ভোলসুং সাগা' (জয়ঢাক ২০২১) প্রকাশের পর এক পাঠক বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অভিযোগ করেছেন অনুবাদে সৎ থাকার কারণে দুরন্ত এক কাহিনির স্বাদ পেতে তাঁর অসুবিধা হয়েছে। তাঁর এই মন্তব্যের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি অনুবাদের সময় মূল লেখাটির তরলীকরণ, সরলীকরণ, সেটিতে জনপ্রিয় সংযোজন বা তার ক্রম পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলি প্রকৃত প্রস্তাবে পাঠকে জন্য অনুকম্পা প্রসূত; ধরেই নেওয়া হয় পাঠক তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য, ইংরাজিতে যাকে কমফর্ট জোন বলা হয়, বিসর্জন দিয়ে কিছু পড়তে আগ্রহী হবেন না। এমন ভাবনায় আমার প্রবল আপত্তি আছে কারণ শুধুমাত্র পণ্ডিতরাই অনুবাদের আয়ু স্থির করেন এবং সকল পাঠকই নতুন কিছু বর্জন করবেন, এমন বোধহয় নয়।

এরপরের বিষয়গুলি ভাষার চলন এবং ব্যাকরণ সংক্রান্ত এবং এই বিষয়ে আমি বিশদে 'অনুবাদে বোর্খেস' (২০২২) বইয়ের মুখবন্ধে বলেছি; আগ্রহীরা দেখে নিতে পারেন।

সবার শেষে যে বিষয়টি অনুবাদকের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে বলে আমি মনে করি সেটি গল্পের সুর ধরে রাখা যা প্রকৃতপক্ষে লেখকের নিজস্বতার প্রতিধ্বনি। অনুবাদক হয়তো স্বাধীন চিন্তায় ভাবতে পারে 'এমনভাবে বললে লেখাটা আরও খুলবে'; কিন্তু আমার মতে, এই ভাবনা যেন হাতে এসে না পৌঁছয়। কারণ এতে অনুবাদ-পাঠকের কাছে লেখকের বৈশিষ্ট্য অধরা থেকে যেতে পারে। সংকলনে একাধিক লেখক থাকায় এই কারণে আমায় কিছু বাড়তি সময় দিতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের 'জবরখাকি'-র উল্লেখ না করে পারছি না। লিউয়িস ক্যারলের সুরের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি না ঘটিয়ে সত্যজিতের অনুবাদটি পাশে রেখেও এই অনুবাদ করা সম্ভব বলে মনে হয় না। এর কারণ মূল এবং অনুবাদের ভাষা, এই দুটিকেই ঈর্ষণীয় সহজাত প্রতিভা দ্বারা অনুবাদকের আত্তীকরণ। সম্পূর্ণরূপে উন্মাদ হওয়ার পরেও আমার পক্ষে ভাবা সম্ভব নয় স্প্যানিশ ভাষাটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনেছি; এমনকি বাংলার জন্যও তা সম্ভব নয়।

কাজ শেষের পর এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ এর উৎকর্ষ বৃদ্ধি সম্ভব; কিন্তু মধ্যমেধার অনুবাদক হওয়ায় এমন প্রতীতিটুকুই সম্ভব, উৎকর্ষ বৃদ্ধি নয়।

পর্যটককে তার গন্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা বা কোনোরকম মন্তব্য করাটা ট্রেনের চালক বা গার্ডের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। অতি উৎসাহে এমন কিছু করতে যাওয়াটা বিপজ্জনক বলেই মনে হয়। আমিও তাই সংকলনের গল্পগুলি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করছি না। এর আরও একটি কারণ সংকলক এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য দিয়েছেন।

শেষ করব কল্পবিশ্ব প্রকাশনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে; প্রথম কারণটি ব্যক্তিগত: 'অ-বিশিষ্ট' হওয়া সত্ত্বেও আমাকে অনুবাদের জন্য মনোনীত করায়। পরেরটি ত্রিমাত্রিক বই প্রকাশে তাদের উদ্যোগের জন্য। চতুর্দিকে হাতে ধরা যন্ত্রে মশগুল লোকজনের কথা ভেবেও এমন উদ্যোগ শুধুমাত্র প্রকাশকের সাহসের প্রতি ইঙ্গিত করে তা নয়; একই সঙ্গে দেখিয়ে দেয় তাদের প্রচেষ্টা কতখানি আন্তরিক।

ধন্যবাদন্তে,

জানুয়ারি, ২০২৩ ঋত্বিক

সূচিপত্র

টেকনিক্যাল সার্ভিস	রোনাল্‌দ দেলগাদো	১৭
ওরা আমায় ওটা দেয় না	ইউখেনিও সার্ত	৩৪
সবুজ মাটি	তানিয়া তিনখালা	৪৪
দুনিয়া শেষ হওয়ার উৎসব	পাবলো দোব্রিনিন	৫৩
অপহরণকারীর উদ্দেশে চিঠি	খোসে লুইস ভেলারদে	৬৪
আশীর্বাদধন্য স্থায়িত্ব	কার্লোস সুচোওলস্কি	৭৪
সময়কালে যুদ্ধ	এমিলিও গাবিলানেস	৮৯
অপরিচিত পলাতক	আদ্রিয়ানা আলারকো	১০২
চলো, ওদের এখনি নিকেশ করি	পাত্রিসিয়া নাসেইয়ো	১১২

১

টেকনিক্যাল সার্ভিস

রোনাল্‌দ দেলগাদো

ভেনেজুয়েলা

দিনটা শেষ হতে আর মাত্র মিনিট পনেরো বাকি ছিল আমি যখন গাড়িটা দেওয়ার জন্য কোম্পানিতে ফিরে আসছিলাম আর সব মিটে গেলে বাড়ি যাব বলে ভাবছি তখনই ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা কল আসায় ড্যাশবোর্ডের স্ক্রিনটা ঝিকমিক করে উঠল আর তারপরেই সেই উঁচু আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনলাম যা সারাদিনে অন্তত কুড়িবার আমায় শুনতে হত, বুঝলাম আবার কোনো সার্ভিসের জন্য হতচ্ছাড়া অনুরোধ।

স্ক্রিনটা চাপড়ে বললাম, 'নিকুচি করেছে!' এই খবরটা আসার সময় টেলিফোন অপারেটর কারলিতো ফাররাগার গাবদা মুখটা দেখে মনে হচ্ছিল সেটা স্ক্রিনে আঁটছে না।

গাঢ় স্বরে সে বলল, 'বন্ধু, সার্ভিসের আর্জি।' আমি তখন প্রায় পৌঁছে গেছি।

'কারলিতো, আমায় ফাঁসিও না। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না?'

মোটা মানুষ কারলিতো তার ঘাড় নাড়াল।

'ক্লায়েন্ট থাকে 'আকাশ ছোঁয়া পর্বত' সেক্টরে। তোমার জায়গা থেকে আট মিনিটের পথ। তোমার ইউনিটটাই সবচেয়ে কাছে।'

রাগে দাঁত কিড়মিড় করলাম, ট্র্যাফিক লাইটটা তখনি লাল হওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কী কী আর্জি করা হয়েছে তা দেখলাম।

জানতে চাইলাম, 'ক্লায়েন্টের অসুবিধাটা কী?'

কারলিতো বলল, 'মনে হচ্ছে অপটিকস সিস্টেমে কিছু অসুবিধা হচ্ছে। খদ্দেরের কথায় ভিজ্যুয়াল ফিল্ডে গোলমেলে সব ছবি দেখা যাচ্ছে।' 'গোলমেলে' কথাটা জোর দিয়ে বলেছিল।

চটে গিয়ে বললাম, 'গোলমেলে ছবি? এর মানেটা কী?'

'আমি ভাবছিলাম, সেটা তুমি দেখতে পাবে।'

অবশ্যই! কপালের ঘাম মোছার সময় নিজের উপরেই রাগ হচ্ছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ক্লায়েন্টের সিস্টেমে কী গড়বড় আছে লোকজন নিশ্চয়ই সেটা অনলাইনে দেখে বোঝার চেষ্টা করেছে? ঝামেলাটা কি ডিপার্টমেন্ট থেকে মেটানো যাবে না?'

'ওরা চেষ্টা করেছিল কিন্তু ক্লায়েন্ট বাহাত্তর বছরের এক মহিলা আর অপটিকস সিস্টেমে কী অসুবিধা হচ্ছে তা কী করে ঠিকঠাক বোঝাতে হয় সেটাই তিনি জানেন না। এমন কাউকে গণ্ডগোলের প্রোটোকল অনুযায়ী যা করতে হবে সেটা বোঝাতে যাওয়াটা কেমন হতে পারে বুঝে নাও। যাই হোক, এই ব্যাপারটা তো তোমার জানা।'

বিড়বিড় করে বললাম, 'হ্যাঁ, আমার জানা তো বটেই। তুমি কী বললে, 'উঁচু পর্বত?' আমায় ঠিকানাটা পাঠিয়ে দাও।'

'ইতিমধ্যেই ঠিকানাটা তোমার জিপিএসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ক্লায়েন্টের নাম আদেলা জিননোরে। শাহি পথ আবাসনের একশো পঁচিশ তলার অ্যাপার্টমেন্ট বি।'

'সে তো 'আকাশ ছোঁয়া পর্বত'-এর অনেকটা উপরের দিকে।' আমি বেশ জোরের সঙ্গে কথাটা বলেছিলাম।

চোখ টিপে কারলিতো বলল, 'ঠিক বলেছ বন্ধু, বড়োলোকদের জায়গা। এই

২

ওরা আমায় ওটা দেয় না

ইউখেনিও সার্ত

স্পেন

মি. আলোনসোকে সহজে বোকা বানানো বা কিছু বিশ্বাস করানো যায় না। কী করে যে লোকজন এখনও হোমিওপ্যাথি, জড়িবুটির জাদু, ফকিরদের ক্ষমতা, তাদের হাওয়ায় ভেসে থাকা, যোগব্যায়াম আর এমন সব তুচ্ছ বিষয় মেনে নেয়! মি. আলোনসো শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং অস্তিত্ব আছে এমন কঠোর সত্যের বলিষ্ঠ সমর্থক; এমন এক মানুষ যিনি প্রমাণিত সত্য, জীবনযাপনে যৌক্তিকতা, সবকিছুতে ত্রুটিহীনতা, স্পষ্ট কার্যপ্রণালী এবং সার্বিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দ্যেশ্যে প্রণীত বর্তমান আইন এবং মানদণ্ডের বলিষ্ঠ রক্ষক।

এই কারণে এক রাতে পাহাড়ের উপর তাঁর ছোট্ট বাড়ি থেকে মি. আলোনসো যখন এলিয়েনদের হাতে অপহৃত হলেন তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি।

এর সহজ কারণ ভিনগ্রহের প্রাণী বা এলিয়েন বলে কিছুই নেই, কোনোকালে তারা ছিলও না, এসবই অতি সরল মনকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখার জন্য জাদুফো (জাদু + উফো) সংক্রান্ত ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক ভুলভাল কল্পনা।

এই কথাটাই তিনি যখন তাদের চিৎকার করে বললেন, চারটে ধূসর মাথা আর পাইপের মতো সরু দেহ তাঁকে জাপটে ধরল আর আলোর রশ্মি দিয়ে নিজেদের মহাকাশযানে তুলে নিল।

আলোনসো নিজেকে সত্যের অধীশ্বর বলে মনে করতেন, আর তাই তিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে চিৎকার করে প্রচুর যুক্তি দিলেন; কিন্তু এলিয়েনরা মহাকাশযানের মধ্যে তাঁকে একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে দিল আর তারপর সেটার সঙ্গে তাঁকে বেঁধে ফেলল।

যখন তারা তাঁর সারা শরীরে ছুঁচ ফোটাচ্ছিল আর তারপর বিভিন্ন অদ্ভুত সব যন্ত্র, শরীরের ভিতরে ঢুকে পরীক্ষা করার জন্য ভয়ংকর কষ্ট দেওয়া সব মেশিন, মনিটর আর সমস্ত ধরনের কৃত্রিম অঙ্গ লাগাচ্ছিল তখনও নিজেকে সঠিক বলে মনে করার কারণে তিনি চেঁচামেচি করেছিলেন।

অজ্ঞান হয়ে সমস্ত হুঁশ হারিয়ে ফেলার আগে পর্যন্ত ওষুধের কারণে আধা অচেতন, যন্ত্রণায় টলায়মান মি. আলোনসো ফিসফিস করে বলে যাচ্ছিলেন, তোমরা সব মিথ্যা, যা চলছে তা এক ধাপ্পাবাজি, একটা ঠাট্টা, আরেকটা মিথ্যা...

কয়েক ঘণ্টা বা দিনের পর মি. আলোনসো একটা বাঁকা দেওয়ালে ঘেরা কুঠুরিতে জেগে উঠলেন, যেটা দেখে আধা স্বচ্ছ দেওয়াল দিয়ে তৈরি এক অন্ধকূপ বলে মনে হচ্ছিল।

তাঁকে বিভ্রান্ত করা আর তাঁকে নিয়ে মস্করা করার উদ্দেশ্যে কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি কুঠুরিটার মধ্যে লুকোনো কুলুঙ্গি আর চোরা ফাটল খোঁজার সময় তিনি নিজেকে বললেন, 'ঠাট্টাটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

তাঁর পাশে একটা লোক পড়েছিল, নগণ্য কেউ, ভাড়া করা কোনো অভিনেতা, নিঃসন্দেহে এই প্রহসনের অংশ। লোকটা মাথা তুলে তাঁর দিকে তাকাল। লোকটার সারা গায়ে কালশিটে, হাড়গোড় ভেঙে গেছে আর শতছিন্ন জামাটা দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকটার উপর দারুণ অত্যাচার করা হয়েছে।

'তোমার শরীরে এখনও জোর আছে। তোমায় পালাতেই হবে, প্রত্যেককে বলতে হবে ওরা আমাদের আক্রমণ করার জন্য তৈরি হচ্ছে, পৃথিবীর সব ক-টা সরকার বহু বছর ধরেই এদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে, সবথেকে উন্নত

৩

সবুজ মাটি

তানিয়া তিনখালা

পেরু

রুপোলি রঙের মাছ পেখেররেইদের জন্য এই দ্বীপের সৈকতের কথা সবাই জানে। কয়েকজন ৫ বা ৬ নম্বর ছিপ পছন্দ করে কারণ এতে মাছটা কেমন খেলছে তা আরও ভালো করে বোঝা যায়, কেউ তুলনায় অনেক লম্বা সুতো দেওয়া সরু ছিপ পছন্দ করে। আমার অবশ্য স্প্যানিশ ছিপ বেশি পছন্দ। তোমার মনে আছে আমি তোমায় দেখিয়েছিলাম, কীভাবে সেটা তৈরি করা হয়? মনে আছে, তুমি আমায় তোমার গলার হার থেকে পুঁতি দিয়েছিলে আর সেগুলো দিয়ে কীভাবে টোপের জায়গা আর ফাঁস দেওয়া জায়গাগুলো আলাদা করেছিলাম? ওগুলো সিল্কের সুতো দিয়ে তৈরি আর বঁড়শি কতটা লম্বা থাকবে তা ঠিক করে দেয়, মনে পড়ছে?... হুঁহুঁ!

বুড়ো লোকটা চুপ করে গেল কারণ তার হাতের সুতোটায় টান পড়েছিল। অক্লান্ত সূর্যের কল্যাণে মাছ ধরে পার করা জীবনের স্মৃতি ধরে রাখা বলিরেখা ভরা মুখটায় হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে আরও একবার সুতোয় টান দিল আর

৪

দুনিয়া শেষ হওয়ার উৎসব

পাবলো দোব্রিনিন

উরুগুয়ে

একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। বার্গেল পরিবারের এক মহিলা তার কনুই আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে মাটিতে পড়ে আছে, আধা মানুষ-আধা ছাগল ফন তার কোমর চেপে ধরে রেখেছে। মহিলার পিঠটা ঝাঁকুনির কারণে বেঁকে যাচ্ছে; ক্রমেই তা আরও হিংস্র বলে মনে হচ্ছে। অবশেষে আনন্দের চরমসীমায় কিছু ভেঙে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। মহিলার ত্বক বিদীর্ণ হয়ে গেছে, মেরুদণ্ডের কিছুটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আর ঝলকে ঝলকে রক্ত আর হাড়ের টুকরোর মধ্যে এক জল-প্রজাপতি বেরিয়ে এল। ফন তার দিকে থাবা বাড়াল কিন্তু পতঙ্গটা তার চারপাশে ঘুরে নাগালের বাইরে চলে গেল। কিছুতেই নিজের ব্যর্থতা মেনে নিতে না পেরে জন্তুটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, মহিলার দেহাবশেষ ফেলে রেখে শিকারের পিছনে দৌড়োল।

ডানাদুটো খুলে আর বন্ধ করে প্রজাপতিটা ফনকে উত্যক্ত করছিল। ছাগলের খুরওয়ালা ছোট্ট মানুষটা নিজের মুখটা অন্য পিচ্ছিল আর মিষ্টি মুখটার কাছে নিয়ে

অপহরণকারীর উদ্দেশে চিঠি

খোসে লুইস ভেলারদে
মেক্সিকো

শ্রদ্ধেয় অপহরণকর্তা,

আপনাকে জানাতেই হচ্ছে পৃথিবীতে ফিরে আসার পর আমার জীবন আর আগের মতো নেই।

আপনার মহাকাশযানে বছর তিরিশেক বয়সে ওঠা আর সম্মানজনক পঞ্চাশে সেটি থেকে নামার ব্যাপারটা একেবারেই একরকম নয়। সপ্তাহখানেক মহাশূন্যে থাকাটা পৃথিবীর কুড়ি বছরের সমান। সেইসময় এক বিচারের পর, যা আমি আটকাতে পারিনি, আমার স্ত্রী আমায় মৃত বলে ঘোষণা করতে সমর্থ হয়েছিল। আমার দুই প্রাণের বন্ধু এই সময়টাতেই মারা যায়; আমার ছেলেমেয়েরা আমার কথা ভুলে গেছিল; তাদের মনে রাখার ক্ষমতা কম ছিল বলে এমন হয়নি, কারণটা ছিল তারা বিশ্বাসই করেনি আমি এক এলিয়েন সভ্যতার হাতে বন্দি ছিলাম।

ফিরে আসার পর থেকে আমার সম্মান নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে। যারাই আমার

৬

আশীর্বাদধন্য স্থায়িত্ব

কার্লোস সুচোওলস্কি

আর্জেন্টিনা

অথবা সেই শিক্ষানীতির 'অপরিমেয় সংবহন'

'মনে রাখা উচিত সব প্রতিষ্ঠানই জীবনের কামাল/ ঘটনা'

(পিয়েহ্ লিজ্যাঁ, দ্য ইনএস্টিমেবল অবজেক্ট অব ট্রান্সমিশন)

জন্ম তারিখ মেনে পঞ্চম ক্লোনটার বয়স যখন মাত্র কয়েক সপ্তাহ আর তার ট্রেনিংও সম্পূর্ণ হয়নি তখন থেকেই সে অন্যদের দেখত আর বাচ্চাদের মতো বিশ্বাস করত সে তাদের থেকে অনেক বেশি জানে। কিন্তু তার বহু আগে জন্মানো একটা ক্লোনের কাছে সে ছিল অজানা আর অভিনব। পঞ্চম ক্লোনের আগে জন্মানো সেই ক্লোন, যার শিক্ষানবিশী দশ বছর আগেই শেষ হয়েছিল, ছোটোবেলায় এমন কিছু করেনি যার সঙ্গে পঞ্চম ক্লোনের হাবভাবে কোনো মিল আছে। আসলে পঞ্চম ক্লোনের ব্যাপারটা এমন ছিল যা আগে কখনও হয়নি।

আগেই বয়স্ক ক্লোনকে সাবধান করা হয়েছিল, পঞ্চম ক্লোন মোটামুটি

৭

সময়কালে যুদ্ধ

এমিলিও গাবিলানেস

স্পেন

হাওইউ ওয়াং ১৯৪৫-এর বার্লিনে যাওয়ার সময়সূচি বরাবর এমন করে ঠিক করত যেন সেই সময় রাশিয়ান সৈন্যের একটা দল যুবতী জেরডা এঞ্জেলকে প্রায় দেখতে পেয়ে যায়; সৈন্যরা যে ক-জন মহিলাকে দেখতে পেয়েছিল তাদের সবাইকে ধর্ষণ করেছিল আর তাদের প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিতে নিদারুণ শারীরিক অত্যাচার করেছিল। খুব সকাল নয় তবু জেরডা ঘুমিয়েছিল, হাওইউ আস্তে করে তার ঘুম ভাঙাল তারপর অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাল আসন্ন বিপদ থেকে পালাতে হবে। জেরডা সন্দেহ নিয়ে হাওইউয়ের পিছন পিছন চলল।

চিড়িয়াখানার দক্ষিণে এক নির্জন বিদেশি দূতাবাসের বাড়িতে তারা লুকোনোর জায়গা পেল। হাওইউ বোঝাল শহর জুড়ে কী চলছে; জেরডা একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে শুনল। তখনও তার মনে হয়নি হাওইউ কোনো ক্ষতি করবে না।

'দিনের বেলা ঘুমিয়ে থাকো কী করে? তোমার সঙ্গে যে-কোনো কিছু হয়ে যেতে পারে।'

৮

অপরিচিত পলাতক

আদ্রিয়ানা আলারকো

পেরু

ফ্লঞ্জগ একটা চাঁদ থেকে পালাচ্ছিল। অমার্জনীয় গাফিলতি দেখিয়ে সে ল্যাবরেটরির জিন ব্যাংককে চরম ঝামেলায় ফেলেছিল। পোকাদের শরীরে বোলতার ডানা, মাছেদের দেহে ইঁদুরের লেজ আর টাউক্যানের পালকের জায়গায় ঘোড়ার চুল গজাতে শুরু করেছিল। একেবারে পাগল হওয়ার মতো অবস্থা।

ল্যাবরেটরিটা ছিল 'চান্দ্র ভবিষ্যৎ পুনর্নবীকরণের জিন' নামে কারখানাটার ভিতর; কারখানার ম্যানেজাররা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। জেনেটিক্স ল্যাবের অস্থায়ী অ্যাসিস্ট্যান্ট ফ্লঞ্জগের সামান্য গাফিলতির কারণে এত বছরের গবেষণা, চর্চা আর কাজ আস্তাকুঁড়ে চলে গেছিল।

ব্যাপারটা ভেঙে বলা যাক।

এক স্বীকৃতিহীন গ্রহণের সময় এক ভাড়া করা ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ভুলভাল জেনেটিক উপাদান প্রয়োগ করার পর খাঁচার দরজা খুলে এমন করার কী ফল হয়েছে তা ভালো করে দেখতে চেয়েছিল। আশ্চর্য সব প্রাণীরা এই বিরল

৯

চলো, ওদের এখনি নিকেশ করি

পাত্রিসিয়া নাসেইয়ো

আর্জেন্টিনা

সম্পাদকের কথা : বইটির শেষপ্রান্তে এসে সম্পাদকের জবানীতে পাঠককে বিব্রত করতে বাধ্য হলাম। আমরা বিশ্বাস করি এই বইটি পাঠক অন্য ধরনের সায়েন্স ফিকশন পড়ার আগ্রহেই তুলে নিয়েছেন এবং এর পূর্ববর্তী আটটি গল্প সেই আশা পূর্ণ করেছে। গল্পগুলির মধ্যে প্রথাগত অ্যাংলো সায়েন্স ফিকশনের বাইরেও ম্যাজিক রিয়েলিজম, ফ্যান্টাসি, রূপক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে মাঝে মাঝেই যা লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে এই গল্পটি সংকলনের বাকি গল্পগুলির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গল্পটি লেখা হয়েছে গদ্যকবিতার মধ্যে দিয়ে। পৃথিবীর ধ্বংস হওয়ার পরে একটি অন্য গ্রহে এসে পৌঁছনো কিছু মানুষের জীবন, স্বপ্ন, অতীতচারণ ও পরিণতি এই গল্পের উপজীব্য। কিন্তু তার মধ্যে মধ্যে পরাবাস্তববাদ ও রূপকের আকারে এসে পড়েছে সেই গ্রহের আদি বাসিন্দাদের কথাও। এই পদ্ধতিতে সায়েন্স ফিকশন লেখা বাংলায় কেন লাতিন আমেরিকাতেও বিরল। এবং সেই জন্যেই এই গল্পটি অনেক নিবিড় পাঠ দাবী করে পাঠকের